THE HOUSE INSIDE US



দ্বিতীয় পর্ব

চৌকাঠ 7

আমাদের ভেতরের বাড়ি

বহু বছর আমি বিশ্বাস করতাম, স্মৃতি একটা আর্কাইভ।

একটা পাত্র।

এক ধরনের ভেতরের গুদাম, যেখানে জমিয়ে রাখা যায় তথ্য, নাম, তারিখ, মুখ আর ঘটনা।

সেটা ছিল একটা গোছানো দৃষ্টিভঙ্গি।

যুক্তিসম্মত।

এমনকি স্বস্তিদায়কও।

তারপর সময় আমাকে ভিন্ন কিছু শেখাল।

স্মৃতি জমা রাখে না।

স্মৃতি বসবাস করে।

সে আর্কাইভ নয়।

সে একটা জায়গা।

আর প্রতিটি জায়গার মতো তারও আছে ঘর।

করিডোর।

দরজা।

জানালা।

কিছু প্রায়ই খোলা হয়।

কিছু বছরের পর বছর বন্ধ থাকে।

যতক্ষণ না হঠাৎ কিছু একটা সেগুলো আবার খুলে দেয়।

হতে পারে একটা গন্ধ।

একটা রাস্তা।

একটা ছবি।

আনমনে শোনা একটা কথা।

হঠাৎ আমরা আর বর্তমানে নেই।

আমরা ফিরে গেছি অন্য কোথাও।

শরীরে নয়।

অন্তরে।

আর অবাক লাগে, সেই জায়গাগুলো কেমন করে টিকে থাকে।

আমার মনে পড়ে এমন সব মুহূর্ত, যেগুলো ভেবেছিলাম ভুলে গেছি।

তুচ্ছ সব দৃশ্য।

একটা টেবিল।

একটা কণ্ঠস্বর।

আধখোলা একটা দরজা।

একটা সাধারণ দিন।

দশকের পর দশক তারা চুপ করে থাকে।

তারপর তারা ভেসে ওঠে প্রায় অস্বস্তিকর এক নিখুঁততায়।

যেন তারা অপেক্ষা করে ছিল।

আর হয়তো ব্যাপারটা ঠিক তাই।

হয়তো স্মৃতি সত্যিই ভোলে না।

হয়তো সে বাছাই করে।

সে আগলে রাখে।

সে অপেক্ষা করে।

আমি এতদিন বেঁচে আছি যে মানুষকে হারিয়ে যেতে দেখেছি।

জায়গা বদলে যেতে দেখেছি।

শহরের চেহারা পাল্টে যেতে দেখেছি।

গোটা গোটা জগৎ মিলিয়ে যেতে দেখেছি।

আর তবুও কিছু একটা থেকে গেছে।

স্মৃতি।

নস্টালজিয়া হিসেবে নয়।

ধারাবাহিকতা হিসেবে।

নস্টালজিয়া পেছনে তাকায়।

স্মৃতি সংযুক্ত করে।

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তফাত।

বছরের পর বছর আমি দেখেছি, কিছু মানুষ অতীতের হাতে বন্দি।

আর কিছু মানুষ অতীতের আলোয় আলোকিত।

প্রথম দলের মানুষ ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করত।

দ্বিতীয় দলের মানুষ যা যাপন করেছে, তা কাজে লাগাত বর্তমানকে আরও ভালো করে বোঝার জন্য।

স্মৃতি দুটোই করতে পারে।

সে একটা কারাগার হয়ে উঠতে পারে।

অথবা একটা গ্রন্থাগার।

সেটা নির্ভর করে আমরা তাকে কীভাবে ব্যবহার করি, তার ওপর।

সময় যত গড়াল, আমি দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাকেই বেশি পছন্দ করতে শুরু করলাম।

আমি অতীতে বাস করতে চাইনি।

আমি তার সঙ্গে কথোপকথন করতে চেয়েছিলাম।

কারণ প্রতিটি অভিজ্ঞতা একটা চিহ্ন রেখে যায়।

প্রতিটি সাক্ষাৎ একটা চিহ্ন রেখে যায়।

প্রতিটি ভালোবাসা।

প্রতিটি ভুল।

প্রতিটি বিদায়।

প্রতিটি ক্ষতি।

প্রতিটি সাফল্য।

সবকিছুই কিছু না কিছু রেখে যায়।

আর যা রেখে যায়, তা আমাদের প্রভাবিত করে চলে, আমরা যতটা কল্পনা করি তার চেয়ে অনেক বেশি।

কখনও কখনও নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি, কত মানুষ এখনও আমাদের ভেতরে বেঁচে আছে।

যারা আছে, তারা নয়।

যারা নেই, তারা।

একজন বাবা।

একজন শিক্ষক।

একজন বন্ধু।

একজন প্রিয়জন।

একজন সহকর্মী।

ক্ষণিকের এক উপস্থিতি।

অনেকেই চলে গেছে বহু বছর আগে।

আর তবুও তারা কথা বলে চলে আমাদের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর ভেতর দিয়ে।

যে মূল্যবোধ আমরা রক্ষা করি, তার ভেতর দিয়ে।

যে নীতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করাই আমরা বেছে নিই, তার ভেতর দিয়ে।

এই অর্থে স্মৃতি মানুষে ভরা।

তার ভেতরে আমরা কখনও একা নই।

আমরা সঙ্গে বয়ে বেড়াই গোটা গোটা অদৃশ্য জনগোষ্ঠী।

ভ্রমণে আমি বহু জায়গায় গেছি।

কিছু অপূর্ব।

কিছু ভুলে যাওয়ার মতো।

কিছু ব্যাখ্যার অতীত।

সময়ের সঙ্গে আমি এক অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করলাম।

প্রকৃত ভূগোল আর অন্তর্গত ভূগোল কদাচিৎ মেলে।

কিছু শহর আছে, যেখানে আমি বছরের পর বছর থেকেছি, আর সেগুলোর কথা আমার সামান্যই মনে আছে।

আর কিছু জায়গা আছে, যা মাত্র কয়েকদিনের জন্য পার হয়েছি, অথচ যা আজও আমার ভেতরে বেঁচে আছে।

কারণ স্মৃতি সময় মাপে না।

সে অর্থ মাপে।

সে রেখে দেয় তাকে, যা আমাদের বদলে দিয়েছে।

যা গভীর কোনও চিহ্ন রাখেনি, তাকে সে ফিকে হয়ে যেতে দেয়।

এই কারণেই দুজন মানুষ একই ঘটনার ভেতর দিয়ে যেতে পারে আর তা মনে রাখতে পারে বিপরীতভাবে।

তারা ঘটনাটা রাখে না।

তারা অর্থটা রাখে।

আর অর্থ সবসময় ব্যক্তিগত।

বয়সের সঙ্গে আমরা আরেকটা শিক্ষাও পাই।

স্মৃতি স্থির নয়।

সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই বদলায়।

একই ঘটনা কুড়ি, চল্লিশ, ষাট বা আশি বছর বয়সে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নেয়।

ঘটনাটা একই থাকে।

বদলায় দেখার মানুষটা।

আর দেখার মানুষটা বদলানো মানেই ব্যাখ্যা বদলানো।

এই আবিষ্কার আমাকে অনেক কিছুর সঙ্গে মিটমাট করে নিতে সাহায্য করেছে।

আমি বুঝলাম, সবকিছু একইভাবে মনে রাখার কোনও বাধ্যবাধকতা আমার নেই।

পুরনো অভিজ্ঞতাগুলোকে আমি নতুন করে পড়তে পারি।

কিছু জিনিস আমি ক্ষমা করতে পারি।

অন্য কিছু বুঝতে পারি।

আরও কিছু মেনে নিতে পারি।

কারণ স্মৃতি কোনও আদালত নয়।

সে একটা কথোপকথন।

কখনও কঠোর।

কখনও মধুর।

কিন্তু সবসময় খোলা।

এমন মানুষ আছে, যারা সারাজীবন কাটিয়ে দেয় অতীত মুছে ফেলার চেষ্টায়।

আমার মনে হয় না, তা সম্ভব।

আর হয়তো তা কাম্যও নয়।

কারণ অতীতের ভেতরেই আছে সেই উপাদান, যা দিয়ে আমরা গড়া।

তাকে মুছে ফেলা মানে নিজেদেরই মুছে ফেলা।

অনেক ভালো তাকে বোঝা।

অনেক ভালো তাকে গুছিয়ে নেওয়া।

অনেক ভালো তার সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে শেখা।

আজ যখন আমি পেছনে তাকাই, আমি বছরের একটা ধারাক্রম দেখি না।

আমি জায়গা দেখি।

অন্তর্গত জায়গা।

কিছু আলোকিত।

কিছু কঠিন।

কিছু এখনও রহস্যময়।

কিন্তু সবই প্রয়োজনীয়।

সবই একই নির্মাণের অংশ।

হয়তো সময় আমাদের এটাই শেখাতে চায়।

স্মৃতি ফেরার জন্য নয়।

সে বোঝার জন্য।

আমরা যা ছিলাম, তাকে ধারাবাহিকতা দেওয়ার জন্য।

আমাদের গল্প যাতে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার সারি হয়ে না যায়, তার জন্য।

পথের শেষে স্মৃতিগুলো থেকে যায়।

কিন্তু আমরা প্রায়ই যে ভাসা-ভাসা রূপে কল্পনা করি, সেভাবে নয়।

তারা থেকে যায় ভূখণ্ড হয়ে।

ভেতরের নিসর্গ হয়ে।

এমন জায়গা হয়ে, যেখানে আমরা ফিরে যাই যতবার বুঝতে হয় আমরা কে।

এই কারণেই, এত বছর পরে, আমি স্মৃতিকে আর মনের একটা ক্রিয়া বলে মনে করি না।

আমি তাকে এক স্বদেশ মনে করি।

সীমান্তহীন এক স্বদেশ।

পতাকা ছাড়া।

ঠিকানা ছাড়া।

এমন এক জায়গা, যা আমি যেখানেই যাই, আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে।

কারণ স্মৃতি এমন কিছু নয়, যার মালিক আমরা।

সে সেই জায়গা, যেখানে আমরা বাস করে চলি, সেই সবকিছুর সঙ্গে, যা আমাদের আজকের এই মানুষে পরিণত করেছে।

স্মৃতি একটা জায়গা।